দৈনিক ইনকিলাব

16 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ১ জানুয়ারি নতুন পাঠ্যবই বিতরণ

মুদ্রণ শেষ পর্যায়ে ও বিভিন্ন উপজেলায় পৌঁছানোর কার্যক্রম শুরু

□ ফারুক হোসাইন

২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে সম্পূর্ণ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। বছরের প্রথম দিন বই উৎসব পালনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বই মুদ্রণ শেষ পর্যায়ে ও বিভিন্ন উপজেলায় পৌঁছানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল এবং এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের হাতে একই দিনে তুলে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এনসিটিবি ও শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়,

পৃঃ ২ কঃ ৪

১ জানুয়ারী নতুন পাঠ্যবই বিতরণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইতোমধ্যে প্রত্যেক উপজেলায় ৫০ ভাগ বই পৌঁছে গেছে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বাকি বই পৌঁছে যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এনসিটিবি জানিয়েছে এবছর শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন কারিকুলামে তৈরি বই দেয়া হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মোস্তফা কামালউদ্দিন জানান, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের সকল স্তরের ৩ কোটি ৬৮ লাখ ৮৬ হাজার ১৭২ শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে মোট ২৬ কোটি ১০ লাখ ৮৩ হাজার ৫৪৫টি বই। গত বছর বই সরবরাহের এ সংখ্যা ছিল ২২ কোটি ১০ লাখ ৬৮ হাজার ৩৩৯টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ১২ লাখ ১৩ হাজার ৭৫৯ জন। তিনি জানান, নতুন কারিকুলামের বই নভেম্বর মাসের শেষেই প্রত্যেক উপজেলায় শতভাগ বই পৌঁছে যাবে। চেয়ারম্যান বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৭ লাখ বেশি এবং আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজী গ্রামার এবং রচনা বইও বিনামূল্যে বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এনসিটিবিকে অতিরিক্ত আরো প্রায় ৪ কোটি বই বেশি মুদ্রণ করতে হচ্ছে।

এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, এবার প্রাথমিক স্তরের (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ২ কোটি ৩১ লাখ ৬৯ হাজার ৩৫১ শিক্ষার্থীর (বিষয় ৩৩টি) জন্য মোট ১০ কোটি ৭১ লাখ ৫৮ হাজার ২৬৭টি বই মুদ্রণ করা হচ্ছে। এর এক তৃতীয়াংশ (৩ কোটি ৩৯ লাখ) অর্থাৎ রঙিন বইগুলোর মুদ্রণের কাজ করছে ভারতের তিনটি পাবলিকেশন্স। ভারতের পাবলিকেশন্সগুলোর বইও দেশে আসা শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ নভেম্বরে মধ্যে সকল বই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

প্রাথমিক স্তরের (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন) ৮৫ লাখ ৫৫ হাজার ৯২৮ শিক্ষার্থীর (বিষয় ১১৩টি) জন্য এবার ১১ কোটি ৫২ লাখ ৫৯ হাজার ৪০৩টি, ইবতেদায়ী স্তরের ২৭ লাখ ৭৯ হাজার ১ জন শিক্ষার্থীর (বিষয় ৩৪টি) জন্য এক কোটি ৭২ লাখ ১ হাজার ৪০টি, দাখিল ও দাখিল ভোকেশনাল স্তরের ২২ লাখ ১২ হাজার ৪৫২ শিক্ষার্থীর (৪৫টি বিষয়) জন্য এক কোটি ৯৪ লাখ ৫৫ হাজার ৭১৪টি এবং এসএসসি কারিগরি স্তরের এক লাখ ৬৯ হাজার ৪৪০ শিক্ষার্থীর জন্য ২০ লাখ ৯ হাজার ১২১টি বই বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য মুদ্রণ করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর বাধ্যতামূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নতুন বিষয়ের বইটি বেশ চমৎকার ও সহজ পাঠ্য হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বেশ সহজেই তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, যেভাবে কাজ চলছে অক্টোবর পর্যন্ত সঠিক পথে এগুতে পারলে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে দেশের সব জেলা ও উপজেলায় বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। পরে জেলা ও উপজেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের কাছ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের বই বুঝে নেবে। নতুন কারিকুলাম অনুযায়ী প্রাইমারি স্তরের ৩৩টি, দাখিলের ৪৫টি ও ইবতেদায়ীর ৩৪টি বিষয়ের পাণ্ডুলিপি এপ্রিলের মধ্যেই এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ পেয়েছে। সেগুলো যাচাই-বাছাই করে প্রেসেও চলে গেছে। এখন ছাপার কাজ চলছে। অনেক বিষয়ের বইয়ের ছাপা শেষও হয়ে গেছে। প্রাইমারী, দাখিল ও ইবতেদায়ী, এই তিনটি স্তরে মোট ১৮ কোটি বই রয়েছে। এসব বই ৩০ নভেম্বরের আগেই জেলা ও উপজেলায় পৌঁছে যাবে।

এদিকে গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এমএম নিয়াজ উদ্দিন বলেন, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্পূর্ণ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে নতুন পাঠ্যবই বিতরণ করা হবে। এ পর্যন্ত বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৫০ শতাংশের বেশি বই দেশের বিভিন্ন উপজেলায় পাঠানো হয়েছে এবং বাকি বইগুলো ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই সকল উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছানো হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সব বই ছাপানোর কাজ শেষ। পহেলা জানুয়ারি ২০১৩-এ বই উৎসবের মধ্য দিয়ে সব শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই তুলে দেয়া হবে। তিনি বলেন, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ২ কোটি ৩১ হাজার ৪১২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণের জন্য ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৪৩ হাজার ৮৩৩টি পাঠ্যবই ছাপানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রতিটি জেলায় বাফার স্টক (অতিরিক্ত) হিসাবে পাঁচ শতাংশ বই সংরক্ষণ করা হবে।

এর আগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাজ দেখতে হঠাৎ এনসিটিবি ভবন পরিদর্শন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি ২০১৩ সালের পাঠ্যবই ছাপানো, কারিকুলাম প্রণয়নসহ বিভিন্ন কাজের খোঁজ-খবর নেন এবং তিনি এনসিটিবি'র বই ছাপানো, পরিবহন, রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০১০ সাল থেকে বর্তমান সরকার প্রাথমিক, ইবতেদায়ী, মাধ্যমিক, কারিগরি ও দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে নতুন বই সরবরাহ করে আসছে।